নাম: মো: ফরিদ শেখ

জন্ম তারিখ: ২৭ এপ্রিল, ১৯৯৩

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৬ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী,
শাহাদাতের স্থান : যাত্রাবাড়ির শনির আখরাতে

শহীদের জীবনী

শহীদ মো: ফরিদ শেখ ১৯৯৩ সালে ঢাকার নিকটবর্তী মুন্সিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।তাঁর পিতার নাম জনাব মো: সুলতান মিয়া এবং মাতার নাম মোছা: আলো বেগম।শহীদ মো: ফরিদ শেখ পেশায় ছিলেন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী।২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলন চলাকালে স্বৈরাচার সরকারের পুলিশ বাহিনীর গুলিতে শাহাদাত বরন করেন।

শহীদ মো: ফরিদ শেখ পেশায় ছিলেন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী।তাঁর পিতা জনাব সুলতান মিয়ার বয়স ৭২ বছর।তিনি কোন কাজ করতে পারেননা।মাতা আলো বেগমের বয়স ৬৪ বছর।তিনি একজন গৃহিণী।শহীদ ফরিদ ছিলেন পরিবারের একমাত্র সন্তান।বৃদ্ধ পিতা-মাতার একমাত্র ভরসার জায়গা।তিনি একাই পিতা-মাতার দেখাশোনা করতেন।তাঁর ক্ষুদ্র আয়েই পরিবার চলত।পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটির এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে পরিবারে শোকের বন্যা বইতে শুরু করেছে।তাঁর ছোট একটি মেয়ে আছে।মেয়ের নাম ফাতেমা।বয়স মাত্র দুই বছর।এই অসহায় পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার মত বর্তমানে কেউ নেই।
শহীদ হওয়ার ঘটনা
২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন ছিল বিশ্বের ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা।এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল তরুণরা।তরুণদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পতন হয় স্বৈরাচারী রিজিমের।শুরুতে কোটা সংস্কার আন্দোলন থাকলেও ক্রমান্বয়ে রুপ নেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।এরপর সরকার পতনের এক দফা দাবি এবং সর্বশেষ গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার পতনের মাধ্যমে চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জিত হয়।
এ বিজয় এমনি এমনি আসেনি।এর জন্য দিতে হয়েছে অজস্র তাজা প্রাণ।পঙ্গুত্ব বরণ করেছে হাজারো মানুষ।জেল জুলুম অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয়েছে এদেশের আপামর জনতা।আন্দোলনের দিনগুলো ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ।প্রতিটা মুহূর্ত কেটেছে ভয় আর আতংক নিয়ে।প্রিয় জনের মৃত্যুর খবর দিয়ে দিন শুরু হয়েছে অসংখ্য মানুষের।কত মা তাঁর সন্তানকে হারিয়েছে।বাবাকে হারিয়ে এতিম হয়েছে অনেকে।স্বৈরাচার সরকার শেখ হাসিনা ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে সব ধরনের অসৎ উপায় অবলম্বন করে।এমনকি মানুষ খুন করতেও দ্বিধাবোধ করেনি।বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠে; সরকার তখন পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, আনসার, ডিজিএফআই সহ সকল বাহিনীর সদস্যদের লেলিয়ে দেয় আন্দোলকারীদের বিরুদ্ধে।এর সাথে যুক্ত হয় ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী লীগের বন্দুকধারী হেলমেট বাহিনীর সদস্যরা।তারা নির্বিচারে গুলি করে মানুষ হত্যা করে।মানুষের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়।বাড়ি থেকে তুলে এনে গুলি করে হত্যা করে নিরপরাধ মানুষকে।পুরো জুলাই মাস জুড়ে এ হত্যাযজ্ঞ চালায়।
৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারীদের উপর অন্যায়ভাবে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি ও ছাত্রলীগ মিলে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়।আন্দোলনের অংশ হিসেবে রাজধানী ঢাকার যাত্রাবাড়ির শনির আখরাতে আন্দোলকারীরা অবস্থান নেয়।আন্দোলনকারীদের মধ্যে শহীদ মো: ফরিদ শেখ ছিলেন অন্যতম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অকুতোভয় লড়াকু সৈনিক ফরিদ সাহসের সাথে লড়াই করে যাচ্ছিলেন।আন্দোলন দমনে সরকারের ঘাতক বাহিনী টিয়ারশেল, রাবার বুলেট, একে ফরটি, গ্রেনেড, গুলি, ছররা গুলি ইত্যাদি নিক্ষেপ করে।সাধারণ জনতা রাস্তার ধার থেকে ইট পাটকেল
নিয়ে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করে।পুলিশের বুলেটের সামনে সাধারণ মানুষ টিকতে পারছে না।পুলিশের গুলিতে একের পর এক মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আন্দোলনকারীরা।চারিদিকে টিয়ারশেলের ধোঁয়া আর এলোপাথাড়ি গুলিতে আশপাশের এলাকা যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে যায়।টিয়ারশেলের ধোঁয়া চোখে জ্বালাপোড়া সৃষ্টি করে।এর মধ্যেই লড়ে যাচ্ছিলেন শহীদ ফরিদ।হঠাৎ একটি গুলি এসে ফরিদের শরীরে বিদ্ধ হয়।গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তাঁর শরীর থেকে অনবরত রক্ত পড়তে থাকে।কিন্তু তাঁকে দেখার মত কেউ ছিল না।পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে স্থানীয় লোকজন তাঁকে মুগদা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে নিয়ে যায়।হসপিটালেও তখন নাজেহাল অবস্থা।হসপিটালে রোগীর ভিড় এতই বেশি যে সীট পাওয়া ছিল কষ্টকর ব্যাপার।অবশেষে তাঁকে সেখানে ভর্তি করা হয়।অপারেশন করে গুলি বের করা সম্ভব হলেও তাঁকে আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি।হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় ৬ আগস্ট ২০২৪ তিনি দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করেন।

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম : শহীদ মো: ফরিদ শেখ
জন্ম : ২৭-০৪-১৯৯৩
জন্ম স্থান : মুন্সিগঞ্জ
পেশা : ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী
পিতা : জনাব মো: সুলতান মিয়া
মাতা : মোছা: আলো বেগম

আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান : ৪ আগস্ট, যাত্রাবাড়ির শনির আখরাতে
শাহাদাতের তারিখ ও স্থান : ৬ আগস্ট ২০২৪
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: শেখ বাড়ি, ইউনিয়ন: সুখবাসপুর, থানা: মুন্সিগঞ্জ সদর, জেলা: মুন্সিগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম: শেখ বাড়ি, ইউনিয়ন: সুখবাসপুর, থানা: মুন্সিগঞ্জ সদর, জেলা: মুন্সিগঞ্জ